পবিত্র কোরআনে হযরত দাউদ (আ:) ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত দাউদ (আ:)-১"**

মহান আল্লাহ তা'আলা দাউদের প্রতি অসংখ্যা অন্যগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বায়তুল লাহমের ইয়াহুদ গোত্রের এক সাধারণ যুবক। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে তালূতের নেতৃত্বে বনি ইসরাইলিদের এক যুদ্ধে দাউদ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে জালুত সেনাপতি ছিল। জালুত(জুলিয়ট)ছিল এক বিশাল দেহী ভয়ংকর যোদ্ধা সেনাপতি। জালুত (জুলিয়ট) বনি ইসরাইলি সেনাদলকে তার সাথে প্রত্যক্ষ মোকাবিলা আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। কিন্তু বনি ইসরাইলি একজনও তার সাথে মোকাবিলার জন্য যাচ্ছিল না তখন দাউদ ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ভয়ংকর এ শত্রু সেনাপতিকে হত্যা করে রাতারাতি বনী ইসরাইলের নয়ন মনিতে পরিণত হন।

এ ঘটনা থেকেই তার উত্থান শুরু। এমন কি তালূতের ইন্তিকালের পর প্রথমে তাকে হাবরা (বর্তমান আল খালিল) ইয়াহুদিয়ার শাসন কর্তা করা হয়।

আর কয়েক বছর পর সকল বনি ইসরাইল গোত্র সর্বসম্মতভাবে দাউদকে নিজেদের বাদশাহ নির্বাচিত করে. দাউদ জেরুযালেম জয় করে ইসরাইলি রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন।

তারই নেতৃত্বে ইতিহাসে প্রথমবার এমন একটি আল্লাহর অনুগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার সীমানা আকাবা উপসাগর থেকে ফোরাত নদীর পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এসব অনুগ্রহের সাথে সাথে আল্লাহ তাকে আরো দান করেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, আল্লাহভীতি, আল্লাহর বন্দেগী ও তার প্রতি আনুগত্যশীলতা।

মুহাম্মদ রাসূল (স:) হাদিস:

كان أعبدالبشر

তিনি (দাউদ) ছিলেন সবচেয়ে বেশি ইবাদাতগুজার ব্যাক্তি কথিত আছে, দাউদ (আ:) একদিন পর একদিন সওম পালন করতেন। আরও কথিত আছে, তিনি রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে কাটাতেন।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরাঃ আল-বাকারা</u>

১. অতএব তারা (বনী ইসরাঈল) আল্লাহর হুকুমে তাদের পরাস্ত করলো এবং দাউদ হত্যা করলো জালূতকে (জুলিয়েট) । আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজত্ত আর হিকমা (প্রজ্ঞা) । এবং তাকে শিক্ষা দিলেন যা ইচ্ছা করলেন । আল্লাহ যদি মানব জাতির একটি দলকে আরেকটি দলের হাতে দমন যা করতেন, তাহলে তো পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটে যেত । কিন্তু আল্লাহ জগতবাসীর প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল ।

তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শিখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো । কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময় । (সূরাঃ আল-বাকারা ২:২৫১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ নিসা

২. আমরা (হে মুহাম্মদ) তোমার কাছে আহি পাঠিয়েছি, যেমন পাঠিয়েছিলাম নূহের কাছে এবং তার পরের নবীদের কাছে ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের কাছে এবং ঈসা, আয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের কাছে, আর আমরা দাউদকে দিয়েছিলাম যবুর।

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۢ بَعْدِهٖ ۚ وَ
أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَ
عِيسٰى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾

আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যাঁরা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ও তাঁর সন্তাবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনূস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। (সূরাঃ নিসা ৪:১৬৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-মায়িদাহ

৩. বনী ইসরাঈলের যারা কুফুরী করেছিল, তাদের উপর লা'নট বর্সিত হয়েছিলদাউদ এবং ঈসা ইবনে মরিয়মের জবানে। এর কারণ, তারা ছিলো নাফরমান এবং সীমালংঘনকারী।

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنۢ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾

বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালংঘন করত। (সূরাঃ আল-মায়িদাহ ৫:৭৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-আনাম

৪. আর আমরা তাকে (ইব্রাহিমকে) দান করেছিলাম (পুত্র) ইসহাক (নাতি) ইয়াকুবকে। তাদের প্রত্যেকেই আমরা হিদায়াতের উপর পরিচালিত করেছি। আর তার বংশধর দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা আর হারুনকেও। এভাবেই আমরা পুরস্কার দিয়ে থাকি কল্যাণ পরায়ণদের।

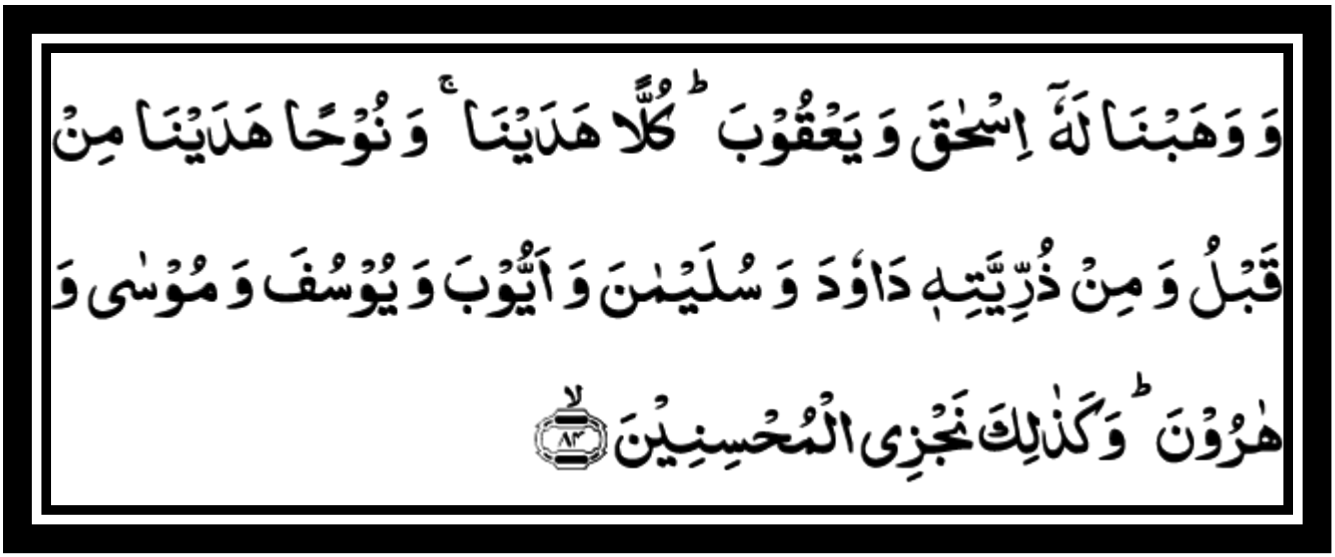
وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ
قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَ
هٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۙ﴿۸۴﴾

আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং এয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ প্রদর্শন করেছি-তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরাঃ আল-আনাম ৬:৮৪)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ বনি ইসরাইল

৫. মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারা আছে তোমার প্রভু তাদের ভালোভাবে জানেন, আমরা কিছু নবীকে কিছু নবীর উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে দিয়েছি যবুর।

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ
النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۵۵﴾

আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশসমূহে ও ভুপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাউদকে যবুর দান করেছি। (সূরাঃ বনি ইসরাইল ১৭:৫৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আল-আম্বিয়া

৬. আরো স্মরণ করো দাউদ আর সুলাইমানের কথা। তারা যখন শস্যক্ষেত সম্পর্কে ফায়সালা দিচ্ছিল, তাতে রাতের বেলায় অন্য লোকের মেষপাল ঢুকে পড়েছিল, আমরা তাদের বিচারকাজ প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

وَ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ
الْقَوْمِ ۚ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿۷۸﴾

এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করেছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। (সূরাঃ আল-আম্বিয়া ২১:৭৮)

৭. আমরা বিষয়টি সম্পর্কে সুলাইমানকে সঠিক বুঝ দিয়েছিলাম। তবে দু'জনকেই দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও এলেম। আমরা পাহাড় পর্বত আর পাখিদেরকে অধীন করে দিয়েছিলাম দাউদের সাথে তারা তসবিহ করতো। এসব কিছুর কর্তা ছিলাম আমরাই।

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَ كُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّ عِلْمًا ۫ وَّ سَخَّرْنَا مَعَ
دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ ؕ وَ كُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿۷۹﴾

অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (সূরাঃ আল-আম্বিয়া ২১:৭৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

২১:৭৮ এবং ৭৯ এর ব্যাখ্যা

এক ব্যক্তির শস্যখেতে অন্য এক ব্যাক্তির ছাগলগুলো রাতের বেলা ঢুকে পরে। সে দাউদের কাছে অভিযোগ করে। দাউদ দ্বিতীয় ব্যক্তির ছাগলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে প্রথম ব্যাক্তিকে দিয়ে দেবার ফায়সালা শুনিয়ে দেন। দাউদের ছেলে সুলাইমান (দু'জনই নবী ছিলেন) এ ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তিনি রায় দেন, ছাগলগুলো ততদিন পর্যন্ত ক্ষেতের মালিকের কাছে থাকবে যতদিন না সে আবার নিজের ক্ষেতে শস্যে পূরণ করে নিতে পারে। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন, সুলায়মানকে ফায়সালাটি আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু যেহেতু মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে বর্ণিত হয় নি এবং কোনো হাদিসেও এ বিবরণ আসে নি, তাই এ কথা বলা যেতে পারে না যে, এ ধরনের মামলায় এটি ইসলামী শরীয়াতের প্রামাণ্য আইন।

এ প্রেক্ষাপটে দাউদ ও সুলাইমানের এ বিশেষ ঘটনাটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, নবীগণ নবী হওয়ার পরও তারা মানুষই ছিলেন। এ মোকাদ্দমার ব্যাপারে অহীর মাধ্যমে দাউদকে সাহায্য করা হয় নি। ফলে তিনি ফায়সালার ব্যাপারে ভুলের শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে সুলাইমানকে অহীর মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছে, ফলে তিনি সঠিক ফয়সালা দিয়েছেন। অথচ তারা দু'জনই নবী ছিলেন। এটা পরিস্কার আল্লাহ প্রদত্ত দক্ষতার কারণে কেউ আল্লাহর সমকক্ষ হয়ে যায় না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আন-নমল

৮. আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে দিয়েছিলাম বিশেষ এলেম। তারা বলেছিল, আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মর্যাদা দিয়েছেন তার বহু মুমিন বান্দার উপর।

আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলে ছিলেন, আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (সূরাঃ আন-নমল ২৭:১৫)

৯. সুলাইমান হয়েছিল দাউদের ওয়ারিস। সে বলেছিল, হে মানুষ আমাদেরকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে এবং সবকিছুই দেয়া হয়েছে আমাদের. অবশ্যই এটা আল্লাহর একটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ
وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۭ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۝١٦

সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘হে লোক সকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। (সূরাঃ আন-নমল ২৭:১৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরাঃ আস-সাবা

১০. আমরা আমাদের পক্ষ থেকে দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম, হে পর্বতমালা ! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পাখিদেরকেও দিয়েছিলাম এ নির্দেশ। আমরা তার জন্যে লোহা গলাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۭ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا
لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠

আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম। (সূরাঃ আস-সাবা ৩৪:১০)

১১. বলেছিলাম, তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করো এবং বুননের ক্ষেত্রে পরিমান রক্ষা করো. তোমরা আমলে সালেহ করো। তোমরা যা আমল কর সে দিকে আমি দৃষ্টি রাখছি।

এবং তাকে আমি বলে ছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। (সূরাঃ আস-সাবা ৩৪:১১)

মুসলিম শরীফের হাদিস ১/৫৪৬ (নম্বর ৭৯৩); বুখারী ৬/১৯৫ নম্বর ৫০৪৮

রাসূল (স:) কোরআন তেলাওয়াত শোনার পর বলেছিলেন, "হে আবু মুসা তোমাকে দাউদের সুর দেয়া হয়েছে"।

রাষ্ট্রক্ষমতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, পাখির ভাষা বোঝার জ্ঞান, লোহা গলানোর টেকনিক্যাল বুদ্ধি, এত কিছু করার পর ও দাউদ ছিল আল্লাহ ভীরু তার বন্দেগী ও তার প্রতি আনুগত্যশীল। মোহাম্মদ (স:) আর ভাষায় দাউদ ছিলেন সবচেয়ে বেশি ইবাদত গুজার ব্যাক্তি।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা আল্লাহর ও তার রাসূলের নির্দেশনাবলী মেনে দুনিয়ায় আমাদের জিন্দেগী যাপন করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/